বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়!

জামাতের বহুরূপ ঃ

বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাধারণ জনতা ও বিজাতিয়দের মাঝে একটা কথা ধোঁয়ার ন্যায় বিস্তৃত যে, ইসলাম আল্লহর মনোনীত ধর্ম; কিন্তু এই ধর্মের মাঝে কেন এত দলাদলি-ফালাফালি...?

এই প্রশ্নের জবাব সামান্য একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। াল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ব্যতীত সবাই জাহান্নামী"। যেখানে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন- "আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে"

সেখানে দলাদলির ব্যাপারে এরূপ প্রশ্ন তোলা অজ্ঞতারই নামান্তর। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহ মানুষকে বোধ শক্তি দিয়েছে বোঝার জন্য; কিন্ত কেউ যদি এর সদ্ব্যবহার না করে- তাতে কারো কিছু করার নেই। প্রতেকটা মানুষেরই নিজস্ব চিন্তা শক্তি দিয়ে গবেষণা করে বেঠিক দল যাচাই করতঃ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের পতাকা তলে আশ্রয় নেয়া উচিত। না হয় পরকালে শান্তির আশা সুদূর পরাহত।

একবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে আমরা ইসলাম নামধারী অসংখ্য দল ও মতের মুখোমুখি হয়েছি, হচ্ছিও। যেমন- খারেজী, রাফেজী, মোতাজিলা, কদরিয়া, যবরিয়া, কাদিয়ানী, আহলে হাদীস, মওদুদী, ওহাবী তাবলীগী- ইত্যাদি। সকলেরই দাবি-তারা মুসলমান। সত্যিকারার্থেই কি তাদের পরিচয় মুসলমান? নাকি মুসলমান নামধারী? আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশেও এই দলগুলোর জোরালো কার্যক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যারা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে কাজ করছে; মাঝে মাঝে তাদের কাছ থেকে এমন কিছু প্রকাশ পাচ্ছে- যাতে করে আমার মত মানুষের মনে খুব গভীরভাবে একটা প্রশ্নের উদ্রেক হয়- আসলে কি তারা মুসলমান? নাকি মুসলিম নাম ধারন করে কারো ষড়যন্ত্রের কবলে বন্দী? তারা মুসলমান জনগোষ্ঠীকে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাদের কার্যক্রমে প্রতিনিয়তই মানুষ এই প্রশ্নগুলোর

সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন ধরুন- জামাতে ইসলাম -যারা ইসলাম নাম ধারন করে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোচ্ছে। অবশেষে বাংলাদেশের পার্লামেন্ট পর্যন্ত তাদের পদচারনা চলছে। যাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধের দোহাই দিয়ে জন্মের পর থেকে দেখে আসছি- তারাই "ইসলামী আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই, ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চাই" ইত্যাদি শ্লোগানে অলি-গলি, রাজপথ কাঁপিয়ে তুলছে। চাইতে চাইতে তারা সংসদের চেয়ারে পর্যন্ত বসার সুযোগ পেল; কিন্তু তাদের দ্বারা কি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে? ইসলামী আইন বাস্তবায়ন হয়েছে? হয়নি। -বরং তাদের কাছ থেকে এমন কিছু সংঘটিত হয়েছে- যা ইসলাম বিরোধী না বললেই নয়। পত্রিকার পাতা খুললে প্রায় প্রতিনিয়তই দেখা যায়- শিবির ক্যাডারদের নানা রকম অবমাননাকর তান্ডব। এইতো গেল কিছুদিন আগে শিবির কর্মীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞানের মাষ্টার্সের দুই ছাত্রকে মধ্যযুগীয় কায়দায় নির্মমভাবে নির্যাতন করেছে এবং ভেঙ্গে দিয়েছে তাদের পা। (যুগান্তর, ১৭ই মে ০৫ ইং)।

এতো গেল একটা ঘটনা। এধরনের অন্যান্য ঘটনা হিসেব করে শেষ করা সম্ভব নয়। ইসলামের কোন্ নীতিমালায় এরকম ভাংচুর আর ক্যাডারী স্থান পেয়েছে? আর যাদেরকে কেন্দ্র করে এসব অপমানজনক কান্ড ঘটাচ্ছে তারা প্রায় সকলেই সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের। এই শিবিরের আতংকে সাধারণ ঘরের গৃহবধুটিও আতংকিত। এইতো গেল ২০০৪ সালের এস,এস,সি/দাখিল পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলে আমার এক সহপাঠিকে শিবিরের সংবর্ধনায় দাওয়াত দিতে গিয়ে পড়েছিলাম মহা বিপদে। দাওয়াতের খবর তার মা (সহপাঠির মা) শুন্তেই চমকে উঠে বললেন-"না বাবা! আমার পোয়ারে আমি দিতাম নায়। খাম নাই সংবর্ধানার। হুন্ছি শিবিরের পোয়াইন্তে মাইনসর রগ কাটি লাইন। তুমি হুন্ছনানি অতা মাত"?

কথাটা শুনে আমিতো হতবাক! একটা ইসলাম নামধারী পার্টির কপালে যদি এধরনের কথা লেপটে থাকে; তাহলে ইসলাম আর রইল কই? সন্ত্রাসবাদইতো তাদের মাঝে বড় কর্ম হিসেবে জেগে উঠল। ইসলাম তো কখনো মানুষকে

নির্মমভাবে রগ কেটে পঙ্গু করে দেওয়ার কথা বলে নাই। শুধু কি এটুকুতেই শেষ- না আরো আছে? গত কিছুদিন আগে জাকের পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তফা আমীর ফয়সল এক সম্মেলনে স্পষ্ট করেই বলে ফেললেন- "এ পর্যন্ত যত বোমা গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়েছে, তার জন্য জামাতই দায়ী"। (আমার দেশ ১১এপ্রিল ০৫ইং)।

বোমা আর গ্রেণেড ফাটিয়ে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা কি ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী নয়? আর জোটি হয়ে সরকার ক্ষমতায় আসার পর কেনো এত বোমা-গ্রেণেড হামলা? তাও আবার ওলিদের মাযারে? আর এই মাযারের বিরোধীতা একমাত্র জামাতই বেশি করেছে। এই জামাত সংসদে যাওয়ার পুর্বে মাযারে যাওয়াকে এক ধরনের কবর পুজা বলেছে। নেতৃত্ব পাওয়ার পর কবর পুজাও তাদের জন্য হালাল হয়ে গেল- তাও আবার কোন ওলির মাযার নয়- সাধারণ একজন রাষ্ট্রপতির কবর। মাযারতো প্রকৃত মুসলমানরা ওলির কবরস্থানকেই বলে থাকে- যেখানে তারা অনেকটা জিন্দা অবস্থায় শায়িত আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়- এতদিন তারা ওলিদের মাযারে যাওয়াকে কবর পুজা বলতো- এখন সাধারণ মানুষের কবরে ফুল দিয়ে সম্মান জানানোর মাঝে কি ওলি বিদ্ধেষী আচরন পরিলক্ষিত হয়নি?

সংসদেব ফ্লোরে দাঁড়িয়ে তারা মৃতদের জন্য নিরবতা পালন করে; অথচ ওলিদের মাযারের পাশে দাঁড়ানোটা তাদের জন্য শোভা পায়না। ওরা জোটবদ্ধ হওয়ার পূর্বে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দিয়েছে- নারী নেতৃত্ব নাজায়েয, হারাম; কিন্তু ইসলামী আইন চাহ্নেওয়ালা জামাতের কাছে এখন কিভাবে নারী নেতৃত্ব আরাম হলো? সচেতন জনগণের কাছে এটা আঁচ করার মত একটা বিষয়। জামাতের আমীর সাহেবকে তো প্রায়ই নারীর আঁচলের পাশে দেখা যায়। তাহলে কি তারা নেতৃত্বের লোভেই ইসলামী নাম ধারন করেছেন? তারা ইসলামী আইন চেয়ে কতইনা গলাবাজি করেছে; এখন কি ইসলাম ধূলায় মিশে গেল? এই তো কিছুদিন আগে জামাতের আমীর নিজামী সাহেব বললেন- "ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা নয় -বরং আওয়ামীলীগকে ঠেকাতেই জামাত চারদলের জোটে যোগ দিয়েছিল"। ভবিষ্যতেও যেনো আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় না যেতে পারে- সেজন্য জোটের ঐক্য অক্ষুন্ন রাখতে হবে। চারদলীয় জোট গঠনের সময় আমরা কখনো বলিনি ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামী শাসন করবো"। (দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ এপ্রিল ০৫ ইং)।

এবার বুঝুন! তারা ইসলাম চায়- না ক্ষমতা চায়। ইসলামী শাসন করতে তারা ক্ষমতায় যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবেনা। তাহলে কেনো প্রতি পদে পদে তাদের ইসলামের দোহাই? "ইসলামী আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই"। এই শ্লোগানগুলো কি ধোকাবাজি নয়? আবার কিছুদিন পরেই তাদের সুর পাল্টে নিল। জামাত আমীর আবার নতুন করে বললেন- "গণতন্ত্র আন্দোলন ও ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষায় চারদলীয় জোট গঠন করা হয়েছে"। (দৈনিক ইনকিলাব, ২১শে মে ০৫ইং)।

এবার ভেবে দেখুন! তাদের দ্বারা ইসলামী মূল্যবোধ রইল কই? যে আমিনী জামাতকে আপন মনে করে জোট গঠন করেছিল ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষার জন্য- তারাই তো এখন জামাত বিদ্বেষী হয়ে উঠল- কেন? গত ১১ মে বি বাড়ীয়া জেলা ঐক্যজোটের কেন্দ্র জামেয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসার এক সম্মেলনে সভাপতি মাওলানা নুরুল্লাহ সাহেব মওদূদীর দোষ-ত্রুটি তুলে ধরে বললেন- "জামাতে ইসলামী কাদিয়ানী ফেৎনার চেয়ে কম নয়। জামাত ইসলামী দল নয়"। (দৈনিক ইনকিলাব, ১২ মে ০৫ইং)।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোনের সেক্রেটারী জেনারেল গত ১২ মে ০৫ ইং এক বিবৃতিতে জামাতের আমীরকে গাদ্দার বলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। (ইনকিলাব)।

জামাতকে বিশ্বাসঘাতক বলে প্রত্যাখ্যান করে- জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, নেজামে ইসলামী পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট, খেলাফত মজলিস খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, হিজবুত তাহরীর বাংলাদেশ, ফরায়েজী জামাত, ইসলামী মোর্চা, জাতীয় মসজিদের খতিব ওবায়দুল হক, ইনকিলাব সম্পাদক এ.এম.এম. বাহাউদ্দিনসহ আরো কিছু সংখ্যক আলেমদের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। (ইনকিলাব, ১২ মে ০৫ইং)।

অবশেষে ইসলামী জোটসহ প্রায় সকলেই জামাতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এদিকে খতমে নবুয়ত মুভমেন্ট জামাতকে প্রকাশ্যে অনৈসলামিক দল বলে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন- "জামাত কোন ইসলামী দলই নয়। বিশ্বাসী কোন রাজনৈতিক দলও নয়। কাদিয়ানীরা যেমন দেশ ও ইসলামের জন্য সমস্যা; তেমন জামাতে ইসলামীও ইসলাম এবং দেশের জন্য বিরাট সমস্যা"। (দৈনিক ইনকিলাব ১৪ মে ০৫

অবশেষে ইসলামী ঐক্য জোটও ভেঙ্গে চার টুকরা হয়ে গেলো। ইজহারুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন ঐক্যজোট গ্রুপের মহাসচিব মিছবাহুর রহমান চৌধুরী বললেন- "চলে যাওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দিলেও মুফতী আমিনী সরকারকে মোনাফিক ঘোষণা দিয়েছে। মোনাফিকদের সাথে কি থাকা যায়"? (দৈনিক আমার দেশ, ১১ এপ্রিল ০৫ইং)।

জানিনা- এদের অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছে। অপরদিকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমীর চরমোনাই পীর ফজলুল করীম বলেন- "ইসলামী ঐক্যজোটের উভয় গ্রুপই ভন্ড"। (দৈনিক আমার দেশ, ১১ এপ্রিল ০৫ইং)। আমরা সবার কথা সমর্থন করি। এটুকুতেই থাক! বলতে গেলে কলম সব ফুরিয়ে যাবে; তবুও তাদের অপকর্ম লেখা শেষ হবেনা। এবার সচেতন অসচেতন সবাই একটা কথার ব্যাখ্যা করুন "বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলে পরিচয়"। তাহলেই আপনাদের যোগফলে কাঙ্খিত ইসলামী দলের সন্ধান মিলতে পারে।